গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৫ সংখ্যা | ৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

‘দুয়ারে মদ’ ঘরে ঘরে বিপদ

এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৯ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠিতে বলেন,

রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তর থেকে মদের জন্য ‘ই-রিটেল’ পোর্টাল চালু করা হয়েছে যাকে দপ্তরের অনেকেই ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্প বলে অভিহিত করেছেন। মদের প্রসার এবং তার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য গত আগস্টে এই প্রকল্প চালু হলেও তাকে আরও লাভজনক করার উদ্দেশ্যে সরকার কলকাতা, মুম্বই, বাঙ্গালোর ও চেন্নাইয়ের ৪টি পেশাদারি সংস্থার সাথে চুক্তি করতে চলেছে। এই খবর আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে।

মদের বিক্রি যত বাড়বে তত সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বাড়বে, পারিবারিক অশান্তি বাড়বে, গরিব মানুষ আরও নিঃস্ব হবে, নারী নির্যাতন বাড়তেই থাকবে। কেবল রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কোনও সরকার এমন কাজ করতে পারে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতারা মাদক প্রসারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে একটি দল যার নামের সঙ্গে ‘কংগ্রেস’ কথাটি যুক্ত সেই দলের পরিচালিত সরকার মদের ব্যবসাকে কেমন করে রাজস্ব বৃদ্ধির অন্যতম মুখ্য উপায় হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, তা বিস্ময়কর। আমরা আপনার সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবি করছি।

মালিকশ্রেণির অবিশ্বাস্য ধনবিস্ফোরণ! কী করে হল? কে ঘটালো?

আমাদের এই সমাজটি যে শোষক ও শোষিতে বিভক্ত এবং শোষক পুঁজিপতি শ্রেণিই যে সমাজকে পরিচালনা করে, তারাই যে রাষ্ট্র ও সরকারের আসল পরিচালক, এ কথা বহু মানুষই সাধারণ আলোচনায় মানতে চান না। তাঁরা বলেন, ও মশাই এ-সব আপনাদের, কমিউনিস্টদের প্রচার। ও আপনারাই শুধু শ্রেণি দেখতে পান। দেশের বর্তমান ভয়াবহ আর্থিক পরিস্থিতি কিন্তু এমন সব মানুষেরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব এবং পুঁজিপতি শ্রেণির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাটি।

গত পৌনে দু’বছরে করোনা মহামারিতে যখন হাজারে হাজারে মানুষ মারা গেছে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকেছে, লক্ষ লক্ষ ছোট-মাঝারি কল-কারখানা-ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, কয়েক কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ মানুষের জীবনে দুঃসহ সঙ্কট নেমে এসেছে ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেল, ভারতে বিলিয়ন ডলারের মালিকের সংখ্যা (অন্তত ৭৪০০ কোটি টাকার সম্পদ যাঁদের) ৩৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪২। এঁদের মিলিত সম্পদের অঙ্ক ৫৩ লক্ষ কোটি টাকা। ধনকুবেরদের সম্পদ এতটাই বেড়েছে যে, প্রথম ১০ জনের মোট বিত্তকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী ২৫ বছর দেশের স্কুল শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার খরচ উঠে আসবে। দেশের ধনীতম ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের ৪৫ শতাংশ, আর জনসংখ্যার নীচের দিকে থাকা ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। আবার ধনীতম ৯৮ জনের হাতে রয়েছে নিম্নতম ৫৫.৫ কোটি মানুষের সম্পদের সমান টাকা।

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে মহিলা বিক্ষোভ

দিল্লির কস্তুরবা নগরে গণধর্ষিতা তরুণীকে প্রকাশ্যে হেনস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখায় এআইএমএসএস। ২৯ জানুয়ারি

রাজ্যজুড়ে আন্দোলন ঃ স্কুল-কলেজ খোলার দাবি মানতে হল সরকারকে

ছাত্র-যুব-মহিলা থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ-শিক্ষকরা লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে। অবশেষে ৩১ জানুয়ারি আংশিকভাবে হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ২৮ জানুয়ারি স্কুল খোলার দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে রাজ্য জুড়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন মায়েরা। এ দিন ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে অবস্থান-বিক্ষোভ হয়। খুদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা, ‘আমরা স্কুলে যেতে চাই।’ ‘মোবাইলের মধ্য দিয়ে পড়া নয়, স্কুলে যেতে চাই।’ কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক ছাত্রছাত্রী।

পাঁচের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জামতলায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী

কেরালায় পুলিশের লাঠি ও গ্রেপ্তার

দ্রুতগামী বিশেষ ট্রেন প্রকল্পের জন্য জমি জরিপ চালাচ্ছে কেরালার সিপিএম সরকার। হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদের মুখে। পরিবেশের পক্ষে এই প্রকল্প যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তাও বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে গণকমিটি গঠন করে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ৩১ জানুয়ারি ত্রিবান্দ্রমে আরটিংগাল-এ সরকারি কর্তারা জমি জরিপ করতে গেলে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে জনগণ বাধা দেয়। পুলিশ এসে গায়ের জোরে তাদের সরায় এবং দলের নেতা আর কুমার সহ পাঁচ জন কর্মী এবং ৩ জন জনতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

বেকারির চেহারা কী ভয়ঙ্কর!

রেলের এনটিপিসি ক্যাটেগরি (নন-টেকনিকাল পপুলার ক্যাটেগরি) এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগে বিজেপি সরকারের দুর্নীতি ও চরম অনিয়মের বিরুদ্ধে বিহার-উত্তরপ্রদেশে ছাত্র-যুবরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। পুলিশি নির্যাতন সত্ত্বেও ২৪ জানুয়ারি থেকে এই আন্দোলন চলছে। ২৮ জানুয়ারি এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও সহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের ডাকে পালিত হয়েছে সর্বাত্মক বিহার বনধ। এই নিয়োগের নোটিস বেরিয়েছিল ২০১৯ সালে।

আটের পাতায় দেখুন

লুঠের পথেই সম্পদবৃদ্ধি

একের পাতার পর

করোনা অতিমারির সময়ে সম্পদের এমন বৈষম্যের কথাই উঠে এসেছে অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার সমীক্ষায়।

বিশ্বায়ন পুঁজিপতিদের অবাধ লুটের সুযোগ করে দিয়েছে

এ বার দেখা যাক, করোনা অতিমারি যা সাধারণ মানুষের জীবনে সর্বনাশ নামিয়ে এনেছে তা অতিধনীদের জীবনে কী বিরাট সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। 'আইআইএফএল ওয়েলথ হুরুন ইন্ডিয়া'-র প্রকাশিত ২০২১-এর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং তাঁর পরিবার দৈনিক আয় করেছেন ১০০২ কোটি টাকা। গত দু'বছরে তাঁদের সম্পত্তি ২৬১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬.৭২ লক্ষ কোটি টাকা। আম্বানিদের সম্পত্তি ২৫০ শতাংশ হারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৭১ লক্ষ কোটি টাকা। আদানি এখন আম্বানিদের টপকে এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। শুধু তো আদানি-আম্বানিরাই নন, অতিমারির সময়ে ভারতীয় ধনকুবেরদের সম্পত্তি ২৩.১৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৩.১৬ লক্ষ কোটি টাকা।

অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সকলেই দেশের মানুষকে প্রতিদিন শোনাচ্ছেন, দেশের জিডিপির রেকর্ড হারে বৃদ্ধি ঘটছে, অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তা হলে সেই বৃদ্ধি দেশের সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে না কেন? সাধারণ মানুষের জীবনে বৃদ্ধি তো দূরের কথা, তারা ক্রমাগত দারিদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী-বর্ণিত আর্থিক বৃদ্ধি সত্যিই ঘটছে ধরে নিলে তার ফল কারা ভোগ করছে তা উপরের তথ্য থেকেই তো স্পষ্ট!

পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার সরকারের মন্ত্রীরা

স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের মনে এই প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে যে, এমন ভয়ঙ্কর অতিমারির সময়ে সাধারণ মানুষ যখন সর্বস্ব হারাচ্ছে, তখন এমন অবিশ্বাস্য মুনাফা পুঁজিপতিরা করতে পারছে কী করে! সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, সরকার কেন তাদের এই লুঠতরাজে বাধা দেয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যাঁরা এই প্রশ্ন করেন, তাঁরা খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখতে পাবেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে আছে অন্যায়ের উপর। বঞ্চনাই তার ভিত্তি। অন্যকে শোষণ না করলে, বঞ্চিত না করলে আর এক জনের লাভ হয় না, ধনবৃদ্ধি হয় না। এই তার নৈতিকতা, এই তার আইন! তাই শোষণ, লুণ্ঠন সবই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আইনসঙ্গত। এই নীতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাই সেই রাষ্ট্রের যারা পরিচালক, সরকারের যারা পরিচালক তাদের কাছেও ন্যায়সঙ্গত আচরণ আশা করা যায় না। সরকার তথা সরকারের মন্ত্রীরা পুঁজিপতিদের এই লুঠতরাজে বাধা দেয় না, দিতে পারে না। কারণ তাঁরা এই পুঁজিপতি শ্রেণিরই রাজনৈতিক ম্যানেজার। পুঁজিপতিরাই তাঁদের নেতা হিসাবে তুলে আনে, প্রচার দিয়ে তাঁদের নির্বাচনে জেতায়। প্রচারের খরচ, দল চালানোর খরচ সবই জোগায় এই পুঁজিপতিরা। বিনিময়ে এইসব নেতারা সরকারে গিয়ে, মন্ত্রী হয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। পার্লামেন্টে, বিধানসভায় গিয়ে তারা যে আইন তৈরি করে তা পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। স্বাধীনতার পরে যেদিন তারা জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি গড়ে তুলেছিল সেদিনও তার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা, আবার আজ যখন সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত তথা সরকারি শিল্প, সংস্থা, সম্পত্তি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সে-ও তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই। এটা স্পষ্ট যে, ধনকুবেরদের এই বিপুল ধনবিস্ফোরণ কোনও ধনকুবেরের যোগ্যতায়, ব্যক্তিগত কৃতিত্বে হয়নি। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ারই ফল এটি।

সরকারি সম্পত্তির অবাধ লুঠ

বিশ্বায়ন, উদারিকরণের নামে, সংস্কারের নামে একের পর এক সরকার ক্ষমতায় বসে পুঁজিপতিদের সীমাহীন লুঠের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই লুঠের পথে পুরনো আইনে সামান্য হলেও যতটুকু বাধা ছিল সেগুলিকে বদলে দিয়েছে, লুঠের আরও বেশি সহায়ক নতুন আইন তৈরি করেছে, প্রতিদিন আরও নতুন নতুন আইন তৈরি করে চলেছে। জনসাধারণের উপর ক্রমাগত একের পর এক ট্যাক্স চাপাচ্ছে, বিপরীতে পুঁজিপতিদের ট্যাক্স কমাচ্ছে, ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তা শোধ না করে গায়েব করে দিচ্ছে। সরকার প্রতিটি বাজেটে জনগণের করের থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলিতে আবার জমা করে দিচ্ছে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার এই পাহাড়ের একটি অংশ আসলে জনগণেরই করের টাকা।

'বাজারের স্বাধীনতা প্রয়োজন' এই বুলি আওড়ে আসলে পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠতরাজের স্বাধীনতাই দিয়ে দিয়েছে সরকারগুলি। বিশ্বায়নকেন্দ্রিক বাণিজ্যের ফলে গোটা দুনিয়ায় যে আর্থিক সম্পদের বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে তা কোথাওই দরিদ্র মানুষের, সাধারণ মানুষের, শ্রমিক-কৃষকের জীবনে এতটুকু সমৃদ্ধি বয়ে আনেনি। তার সমস্ত ফল আত্মসাৎ করেছে পুঁজিপতি শ্রেণি, বৃহৎ পুঁজিপতির দল। বঞ্চিত হয়েছে শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে পণ্য তৈরির সময় যে মূল্য যোগ করে মানুষের জীবন্ত শ্রম, ১৯৮০-৮১ তে তার ২৮.৫ শতাংশ পেত শ্রমিক, ২০১৪ তে তা ৯ শতাংশেরও নীচে চলে গেছে। শ্রমিকদের এই সীমাহীন বঞ্চনা মালিকদের মুনাফাবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই যুগেই আর্থিক বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতেও পুঁজিপতিরা অবাধে লুঠ চালিয়েছে

করোনার তাণ্ডবলীলা দেখিয়ে দিয়েছে এই সরকার, এই রাষ্ট্র আসলে কার। একটা অতিমারির ধাক্কা দেশের বিরাট সংখ্যক দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকেও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এবং তা এমনই যে, সরকার হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করলে সেই মানুষদের পক্ষে একদিনও শহরে টিকে থাকা অসম্ভব হয়েছে। তাঁরা এমনকি পায়ে হেঁটেও হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরতে চেয়েছেন।

করোনা অতিমারির সময়ে যখন লাগাতার লকডাউন চলেছে তখন অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার নাম করে সরকার পুঁজিপতিদের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। আর সেই টাকার বেশির ভাগটাই নানা কায়দা আর চালাকিতে গিয়ে ঢুকেছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ভাণ্ডারে। বিপরীতে সরকার সাধারণ মানুষের জন্য রেশনে যে খুদ-কুঁড়োটুকু ছুঁড়ে দিয়েছিল তা-ও এখন বন্ধ করে দিয়েছে। মহামারিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে, ওষুধের অভাবে কাতারে কাতারে মানুষ মারা গেছে, তাদের শেষকৃত্যটুকুর দায়িত্বও সরকার নেয়নি— মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, চরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে।

করোনা অতিমারিতে সাধারণ মানুষের জীবন যখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত তখন এই অসহায়তাকে পুঁজি করেই মাস্ক, স্যানিটাইজার, ওষুধ, ভ্যাকসিন, চিকিৎসা-সরঞ্জামের ব্যবসা করে একদল পুঁজিপতি শত-কোটিপতি বনে গিয়েছে। আর একদল পুঁজিপতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার সুযোগে, বহু অফিসে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' হওয়ার সুযোগে ফোন, ইন্টারনেট-সরঞ্জাম এবং ডেটা, অ্যাপের ব্যবসা করে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে এই সব কিছুর আকাশছোঁয়া দাম বাড়িয়েছে এবং বিপুল মুনাফা করেছে। কারণ, সরকারগুলি করোনার অজুহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। জনসাধারণের জন্য বিকল্প শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করেনি। এই ভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কয়েকটি প্রজন্মকে অশিক্ষার অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলেছে।

দুর্নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ চরিত্রে পরিণত হয়েছে

পুঁজিপতিদের এই অস্বাভাবিক মুনাফার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস সরকারি সম্পত্তির আত্মসাৎ। অর্থাৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে, বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে প্রচলিত রাস্তায় মুনাফা অর্জন নয়, সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে, নেতাদের সঙ্গে, এমএলএ-এমপিদের সঙ্গে অন্যায় যোগসাজশে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা এস ইউ সি আই (সি) দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড রতন লস্কর ২১ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেলঘরিয়ার নার্সিং হোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

সকলের প্রিয় সুপরিচিত মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুতে শ্যামনগর এলাকার সাধারণ মানুষ গরিব রিক্সাচালক, টোটো চালক সহ সর্বস্তরের মানুষ শোকজ্ঞাপন করেন। তাঁর মরদেহ দলীয় কার্যালয় ও তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ছুটে যান দলের ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য পরিজনেরা।

প্রয়াত কমরেড রতন লস্করের মরদেহে মাল্যদান করেন এসইউসিআই(সি) দলের রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ-র বর্তমান সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র, পূর্বতন সম্পাদক শুভঙ্কর ব্যানার্জী, দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী, এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি কমরেড অমল সেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কমরেড রতন লস্করের শেষকৃত্য শ্যামনগর রত্নেশ্বর শ্মশানঘাটে হয়।

কমরেড রতন লস্কর ১৯৬২ সালে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন তৎকালীন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগলের মাধ্যমে। এরপর তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্রজীবন শেষ হলে এসইউসিআই(সি) দলের কাজে লিপ্ত হন। তিনি তৎকালীন শ্যামনগর ইউনিটের সম্পাদক নির্বাচিত হন। শিক্ষক আন্দোলনের প্রয়োজনে দলের নির্দেশে তিনি শিক্ষক আন্দোলনে পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োজিত হন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (এসটিইএ)-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা কমরেড তপন রায়চৌধুরীর নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩টি টার্মের জন্য এসটিইএ-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষা আন্দোলনে তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন এআইডিটিও এবং সেভ এডুকেশন কমিটির আন্দোলনে।

কমরেড রতন লস্কর ছিলেন নিষ্ঠা, সততা ও দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা অনুসরণযোগ্য। নিজের সমস্যার কথা, নিজের অসুবিধার কথা তিনি কখনও বলতেন না। কোনও দিন কেউ শোনেনি তিনি অসুস্থ। কিন্তু চলে গেলেন নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্নের জন্যই। প্রতিদিন স্কুল থেকে বেরিয়েই এসটিইএ অফিসে ছুটতেন, ট্রেন, বাসে ভিড়ের তোয়াক্কা করতেন না। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী, পারিবারিক কাজ তাঁকে আটকাতে পারেনি। পরবর্তীতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্যদের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলকে জয় করতে পারতেন। বলিষ্ঠতায়, দৃপ্ততায় সকলের মধ্যে এমনকি সংবাদমাধ্যম ও সরকারি অফিসারদের মধ্যেও তিনি প্রভাব ফেলতে পেরেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রামে অবিচল ছিলেন।

কমরেড রতন লস্কর লাল সেলাম

চিলিতে বামমুখী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং খোলা বাজার অর্থনীতির কট্টর প্রবক্তা সেবাস্টিয়ান পিনেরা'র দল রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হোসে আন্তোনিও কাস্ট বিপুল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বামপন্থী, ছাত্র আন্দোলন-গণআন্দোলনের নেতা, অনেকের কাছে 'কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী' বলে পরিচিত, গ্যাব্রিয়েল বোরিচ। বোরিচের কার্যকাল শুরু হবে ১১ মার্চ ২০২২ থেকে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে চিলিতেই পুঁজিবাদী খোলাবাজার অর্থনীতির জন্য 'অর্থনৈতিক সংস্কার' সব থেকে বেশি হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন বিপুল পুঁজির বিকাশ হয়েছে, তথাকথিত জিডিপি-র অঙ্কে চিলির অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত হারে, কিন্তু এর পাশাপাশি ভারত বা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই চিলিতেও এই পর্যায়ে ধনী-গরিবের অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে বিপুল ভাবে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের অধিকার হরণ এবং বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া— এসবের ফলে, বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের সর্বত্র ব্যাপক গণআন্দোলন-ছাত্র আন্দোলন দফায় দফায় ফেটে পড়েছে। কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট পিনেরার পরাজয় এবং বামপন্থী দলগুলির নির্বাচনী বিজয়ের তাৎপর্যকে এই চলমান আন্দোলনের পটভূমিতেই বিচার করতে হবে।

চিলিতে বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের

গত শতাব্দীর ৫০' ও ৬০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার কিউবা, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশের মতোই চিলিতেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। ৫০-এর দশকে এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সে সময় 'কমিউনিস্ট'দের ব্যাপক ধরপাকড় চলেছিল। চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা গ্রেপ্তারি এড়াতে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ৬০-এর দশকে এই আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং কিউবায় ফিদেল কাস্ট্রোর বিজয়ের পর তার প্রভাবে চিলির বামপন্থী আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। এরই পথ বেয়ে ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চিলির সোস্যালিস্ট পার্টির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, ল্যাটিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা সালভাদোর আলেন্দে। সেই নির্বাচনে নেরুদাও প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তিনি আলেন্দের সমর্থনে নাম প্রত্যাহার করেন। আলেন্দে ভোটে জিতে সরকারে গিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কথা বলেন। এই পদ্ধতিকে তিনি সমাজতন্ত্রে যাওয়ার দেশজ পথ (চিলিয়ান পাথ টু সোস্যালিজম) বলে দাবি করেন। তিনি সরকারে গিয়ে বিভিন্ন দেশীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের হাতে থাকা সে দেশের প্রধান শিল্প-কারখানা, বিশেষত অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ তামার খনিগুলি এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে কয়লাখনিগুলিও জাতীয়করণ করেন। এরপরে তিনি বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা জাতীয়করণ করেন। এছাড়া শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানো, মহিলা ও বৃদ্ধদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা, সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন, প্রত্যেক স্কুলছাত্রের জন্য প্রতিদিন বিনামূল্যে দুধের ব্যবস্থা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করেন। কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ জোতদারদের কাছ থেকে জমি উদ্ধার করে গরিব ও ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বন্টন করেন। এছাড়া তিনি আরও নানা ধরনের সমাজতন্ত্রমুখী পদক্ষেপ নিতে থাকেন। এর ফলে দেশীয় পুঁজিপতিরা, বৃহৎ জমির মালিকরা এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আমেরিকা চিলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ধরনের নানা পদক্ষেপ নিতে থাকে। এছাড়া পাশেই কিউবায় ফিদেল কাস্ট্রোর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং কাস্ট্রোর সঙ্গে আলেন্দের যোগাযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় পুঁজিপতিরা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পুঁজিপতিদের সমস্ত রকম ষড়যন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে আলেন্দের দল আরও বেশি ভোট পায়। এরপরেই দেশীয় পুঁজিপতিদের সাথে সিআইএ-র যুক্ত ষড়যন্ত্রে ১৯৭৩ সালে মিলিটারি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সালভাদোর আলেন্দের সরকারের পতন হয় এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় অগুস্ত পিনোচেটের মিলিটারি জুন্টা সরকার। ১৯৭৩ সালে মিলিটারি অভ্যুত্থানের সময়ে রহস্যজনকভাবে পাবলো নেরুদা নিহত হন। বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে শান্তিপূর্ণ পথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না, চিলির সালভাদোর আলেন্দের ঘটনা তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এরপরে প্রেসিডেন্ট পিনোচেটের নেতৃত্বে চিলির বুকে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের গণহত্যা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং বিনা বিচারে আটক শুরু হয়। এর সঙ্গে চলতে থাকে আলেন্দে এবং তার আগের সরকারগুলির নেওয়া জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করে পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের স্বার্থে খোলা বাজার অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির সময়ে পিছিয়ে থাকা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তথাকথিত 'কল্যাণকামী' রাষ্ট্রে'র ধারণা এবং সেই অনুযায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে জনগণকে ভুলিয়ে রাখার জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতে নেহরু একেই মিশ্র অর্থনীতি বলেছেন। ১৯৯১ সালে নয়া-সংশোধনবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার ভেঙে যাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হওয়ার পরে গ্যাটচুক্তি এবং পরবর্তী ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকাংশ মুছে দিয়ে খোলা বাজার অর্থনীতি চালু করার জন্য একটা দেশের অভ্যন্তরে যে ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালু করে, পিনোচেটের শাসনকালে চিলিতে কার্যত সেই ধরনের সংস্কার কর্মসূচিগুলিই কার্যকর করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে পিনোচেট প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তাঁরই মনোনীত পরবর্তী প্রেসিডেন্টরা এই অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিকে কঠোর থেকে কঠোরতর করতে থাকেন। এর ফলে চিলিতে খুব দ্রুত বৃহৎ পুঁজির বিকাশ হতে থাকে। ফলে অঙ্কের হিসাবে চিলির জিডিপি এবং গড় মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে। কিন্তু শোষণের চাপে চিলির শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কার্যত নাভিশ্বাস উঠে যায়। একদিকে বিশাল পুঁজির বিকাশ, অপরদিকে বেকারি, দারিদ্র, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এসবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন তীব্র সংকটের মধ্যে পড়ে যায়।

তীব্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

এই সংকট কার্যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় পিনোচেটের নীতির অনুসারী বর্তমান বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান পিনেরার সময়ে। যথারীতি এ দেশের এবং ভারত ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের মতোই প্রেসিডেন্টপিনেরা সংকট, বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি এসবের দায় অভিবাসী সমস্যা, সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির ওপর চাপিয়ে তথাকথিত নানা অর্থনৈতিক সংস্কার চালিয়ে গেছেন। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে গোটা দেশে একের পর এক আন্দোলনের তরঙ্গ আছড়ে পড়তে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি, যতটুকু সর্বজনীন চরিত্র ছিল তা তুলে দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্ররা একের পর এক আন্দোলনে ফেটে পড়ে। ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে শিক্ষার নানা দাবি দাওয়া নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দফায় দফায় ফেটে পড়তে থাকে। এই সময় ১ জন ছাত্র নিহত এবং বহু ছাত্র আহত হয়। হাজার হাজার ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ওঠে ২০১৫ সালে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে সরকার বেশ কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ করা হয়। চিলিতে আরেকটি তীব্র সমস্যা দেখা দেয় শ্রমিকদের প্রাইভেট পেনশন প্রকল্প নিয়ে। আগের ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রভিডেন্টফান্ড বা পেনশন ফান্ডে শ্রমিকের মাইনের একটা অংশ জমা হত, তার সঙ্গে যুক্ত হত সমপরিমাণ মালিকের দেয় এবং সরকারের দেয়। এই তিনটি উৎস থেকে টাকা শ্রমিকের নামে জমা হত এবং তার সঙ্গে সুদ যুক্ত হত। এই টাকা থেকে শ্রমিককে অবসরকালীন পেনশন দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংস্কার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শুধুই শ্রমিকের টাকা কেটে বেসরকারি বিমা কোম্পানির মালিকদের ঘরে জমা হবে এবং সেখান থেকে শ্রমিককে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের টাকা প্রাইভেট বিমা কোম্পানিগুলি আত্মসাৎ করে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তীব্র শ্রমিক আন্দোলন চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে ২০১৯-এর অক্টোবর মাসে সমস্ত রকমের গণপরিবহণের ভাড়া, বিশেষত সান্টিয়াগো শহরের মেট্রোর ভাড়া ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র এবং ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন তীব্রতার দিক থেকে সাম্প্রতিক সমস্ত আন্দোলনকে ছাড়িয়ে যায়। চিলির ছাত্ররা মেট্রো ভাড়া বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা করে। তারপর শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে আন্দোলন গণ-আইন অমান্য, স্ট্রাইক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। পরিবহণ ভাড়া ছাড়াও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, প্রাইভেট পেনশন প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা দাবি দাওয়া এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বিশেষত চিকিৎসা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ এবং তার ফলে করোনার সময়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ আন্দোলনকে তীব্রতর করে। আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করতে এবং আন্দোলন দমনে মিলিটারি নামাতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত পিনেরার সরকার বহু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই গত ১৯ নভেম্বর ২০২১-এর প্রেসিডেন্টনির্বাচনে পিনেরার দলের প্রার্থী কাস্ট পরাজিত হন এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা তরুণ নেতা গ্যাব্রিয়েল বোরিচ বিপুল ব্যবধানে জয়যুক্ত হয়েছেন। বোরিচের জয়ের খবরে দেশের সাধারণ মানুষ প্রকাশ্য রাস্তায় আনন্দ, উল্লাসে মেতে ওঠেন। আগামী প্রেসিডেন্ট বোরিচও গণআন্দোলনের মূল দাবিগুলি পূরণ করার এবং একটি 'জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র' গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু বহু চিন্তাশীল মানুষ ভেবেছেন, প্রশ্ন করেছেন— নিছক সরকার বা প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কি চিলির জনগণের মূল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব?

(আগামী সংখ্যায়)

স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন সেভ এডুকেশন কমিটির

পাড়ায় শিক্ষার প্রহসন নয়, অবিলম্বে ক্লাস রুমেই পঠনপাঠন শুরু করতে হবে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল এই দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ২৭ জানুয়ারি অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় পালিত হল ধরনা, বিক্ষোভ, অবস্থান, পদযাত্রা ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষেরা সোচ্চার হলেন সর্বত্র। তাঁদের বক্তব্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, আই সি এম আর সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা যেখানে বলছেন শিশুদের সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা কম, তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু করে দেওয়া উচিত। 'পাড়ায় শিক্ষালয়' কর্মসূচি স্কুল খোলা বিলম্বিত করারই কৌশল। করোনার জন্য বিগত দু-বছর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে গিয়েছে, তা আর বাড়তে দেওয়া চলে না। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কলকাতার হাজরায় সভা

নদীয়ার কল্যাণীতে বিক্ষোভ

কলকাতায় হাজরা মোড়ে ও শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। হাজরা মোড়ে বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর (ছবি) এবং শ্যামবাজারে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

এদিন কমিটির কল্যাণী শাখার পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। শিক্ষক নিখিল কবিরাজের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র তুলে দেয়। বিক্ষোভ সভায় অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখে অনলাইন শিক্ষা চালু করতে চাইছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা সুনিতা বেরা প্রমুখ। এ ছাড়াও কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, তেহট্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ হয়।

'পাড়ায় শিক্ষা' প্রহসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এআইডিএসও-র

রাজ্য সরকারের 'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্পের তীব্র সমালোচনা করে অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্য জুড়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল এআইডিএসও। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এআইডিএসও ২০-২১ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। কর্মসূচিতে স্কুল-কলেজ ছাত্র সহ শিক্ষক-অভিভাবকদের উপস্থিতি ও সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পক্ষে তাঁদের সমর্থনেরই প্রতিফলন। অথচ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার নির্দেশিকা না দিয়ে প্রাইমারি ছাত্রদের জন্য পাড়ায় শিক্ষালয় প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করল। যা শুধু হাস্যকরই না, অভিসন্ধিমূলক। পাশাপাশি মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা প্রসঙ্গে শিক্ষাদপ্তরের কোনও পরিকল্পনা নেই। আমরা মনে করি আসলে রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনায় অনলাইন শিক্ষার নামে নানা অ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা একদিকে এই শিক্ষাব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে যারা এর বিরাট খরচ বহন করতে পারছে না, তাদের শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। গত দু'বছরে এই রাজ্যে লক্ষাধিক ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। এদের নিয়েও শিক্ষামন্ত্রী নীরব।

তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে আগামী ১-৭ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি দাবি সপ্তাহ পালনের ডাক দিয়েছে। ২৮-৩০ জানুয়ারি ৩ দিনে রাজ্যে ৩০০ প্রতিবাদী সভা করা হবে, ১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী অবরোধ ও বিক্ষোভ হবে, ২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন হবে, ৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বিরোধী অনলাইন সভা হবে এবং 'পাড়ায় শিক্ষালয়' নামক প্রহসনের সার্কুলার পোড়ানো হবে।

ইউনাইটেড গার্জিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের মানববন্ধন ২৯ জানুয়ারি, এসপ্ল্যানেড

রঘুনাথগঞ্জে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ স্মৃতিভবন উদ্বোধন

২৩ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জে কমরেড অচিন্ত্য সিংহ স্মৃতিভবন উদ্বোধন হল (ছবি)। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত 'জঙ্গিপুর সাবডিভিশনাল মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। এই ইউনিয়নের উদ্যোগে ভবনটি নির্মিত হয়েছে। শুধু এই ইউনিয়ন নয়, কমরেড সিংহ বহু ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন রাজ্য ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে।

এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এস ইউ সি আই (সি)পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। করোনা আক্রান্ত হয়ে ২০২১-এর ১৬ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়। শ্রমিক শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য এমন একটি ভবনের পরিকল্পনা তাঁরই ছিল। তিনি এর শিলান্যাসও করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর এলাকার শ্রমিকদের আবেগকে মর্যাদা দিয়ে ভবনটি তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়।

পাঁচ শতাধিক শ্রমজীবী মানুষের মিছিল ভবনের সামনে উপস্থিত হলে দ্বারোদঘাটন করেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড মির্জা নাসিরুদ্দিন। বক্তব্য রাখেন বহু বাস শ্রমিক ও অন্যান্য পেশার শ্রমিক। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র প্রমুখ।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলনে

২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারির ঐতিহাসিক সর্বাত্মক কর্মচারী ধর্মঘটকে স্মরণে রেখে ২৪-২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত দাবি সপ্তাহ পালন চলছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের আহ্বানে। ২৮ জানুয়ারি কলকাতার নব মহাকরণ এবং বাঁকুড়া কালেকটরেটে কর্মচারীরা ২৮ শতাংশ ডি এ, হেলথ স্কিমের হয়রানি বন্ধ, ক্যাসলেস বেনিফিট আড়াই লক্ষ টাকা, শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সহ সমস্ত কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের পি এফ, পেনশনের অধিকার ও আলিপুর বিজি প্রেস হিডকো-কে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল সহ ১০ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন। বাঁকুড়ার খাতড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, নদিয়ার কৃষ্ণনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার আলিপুরে বিক্ষোভ মিছিল হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই দাবিগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। পঞ্চায়েত দপ্তরের ট্যাক্স কালেক্টররা তাদের দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পোস্টকার্ড পাঠান।

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন

বাঁকুড়া জেলায় অকাল ঝড়-বৃষ্টিতে আমন রবিশস্য সবজি চাষের ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষত কৃষি অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর ডিভিশনের অবস্থা শোচনীয়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর বকেয়া আদায়ের নামে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছে। লাইন কাটা চলছে। অনন্যোপায় হয়ে কোতুলপুর, ওন্দা, সোনামুখী, ইন্দাসের গ্রাহকরা রুখে দাঁড়ান এবং বিক্ষোভে সামিল হন অ্যাবেকার আহ্বানে।

তাঁদের দাবি, বোরো মরশুমে কোনও মতেই লাইন কাটা যাবে না। বাঁশের খুঁটি, খারাপ মিটার অবিলম্বে পাল্টাতে হবে। দাবি ওঠে, জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ও তার সংশোধনী ২০২১ অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করতে হবে, কৃষিতে গৃহস্থে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে ও ক্ষুদ্র শিল্পে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে, অবিলম্বে অসংশোধিত বিদ্যুৎ বিল সংশোধন করতে হবে প্রভৃতি। এই দাবিতে সি সি সি-গুলিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে স্থানীয় দাবিগুলি মেনে নেয় বিদ্যুৎ দপ্তর। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে লাইন কাটতে গেলে অফিসে তীব্র বিক্ষোভ চলে। অবশেষে বিল সংশোধন ও লাইন কাটা বন্ধ ও লাইন জুড়ে দেওয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। জানুয়ারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অমিয় গোস্বামী, বাবলু ব্যানার্জী, তারাপদ গরাই, গুণময় ব্যানার্জী, অমূল্য সরকার, শেখ মনজুর, প্রবীর মণ্ডল, স্বপন নাগ প্রমুখ।

রাস্তা ও নদীবাঁধ মেরামতের দাবি আদায়

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কুমিরমারি গ্রামে ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে নদীবাঁধ ও গ্রামের রাস্তা জলের তোড়ে ভেঙে যায়। ২৪ জানুয়ারি সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনের চাপে প্রশাসন রাস্তা ও নদীবাঁধ মেরামত এবং বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই জয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আশা ভরসার সৃষ্টি হয়।

ছাত্রনেতা খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আসামে

আসামের নগাঁও কলেজের প্রাক্তন ছাত্রনেতাকে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের পুলিশ এনকাউন্টারের নামে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। এই বর্বরোচিত হত্যার বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও এবং অল ইন্ডিয়া এমএসএস রাজ্যব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে। ২৪ জানুয়ারি গুয়াহাটির উলুবাড়িতে তাঁরা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষী পুলিশ আধিকারিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বিচারপ্রক্রিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এনকাউন্টারের নামে গুলি করে হত্যার ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ বন্ধ করা, আসামে পুলিশি শাসন বন্ধকরা, মদ -ড্রাগের ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। গুয়াহাটি ছাড়াও এদিন নগাঁও, নলবাড়ি, উত্তর লখিমপুর, জোড়হাট, বাইহাটা চারিআলি, হাইলাকান্দি সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগ্রামী পার্শ্বশিক্ষক মঞ্চের আন্দোলন

রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকরা শিক্ষকদের সমান কাজ করলেও ১০০০ ও ২০০০ টাকা ভাতা পান। এ ছাড়াও নানা বঞ্চনার শিকার তাঁরা। ‘সংগ্রামী পার্শ্বশিক্ষক মঞ্চের’ নেতৃত্বে পার্শ্বশিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারে রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে, শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু সামান্য সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই হয়নি। অবিলম্বে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা এবং পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন কাঠামো চালু, পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা, সিসিএল চালুর দাবিতে মঞ্চের ডাকে ২৮ জানুয়ারি কফি হাউসের সামনে অবস্থান ও শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আগের সরকারের আমলে পার্শ্বশিক্ষকদের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একই কাজ করে সমান বেতন পাবেন না কেন, আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদের প্রাপ্য সম্মান দেব। পরে ২০০৯ সালে কলেজ স্কোয়ারে পার্শ্বশিক্ষকদের অনশন মঞ্চে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থ চ্যাটার্জি বলেছিলেন, এই সরকার বোবা কালা, এরা কিছু করবে না। আমরা ক্ষমতায় এলে ৬ মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। ১১ বছর কেটে গেল, কিন্তু পার্শ্বশিক্ষকরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থেকে গেলেন। সিপিএম সরকার যে কায়দায় পার্শ্বশিক্ষকদের বঞ্চনা করেছে এই সরকারের আমলেও তার ব্যতিক্রম হল না।

দেশ জুড়ে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালিত

প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার এমএসপি গ্যারান্টি আইন চালু, কৃষক হত্যাকারী মন্ত্রীকে বরখাস্ত, মৃত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, বিদ্যুৎ আইন বাতিল প্রভৃতি কোনও প্রতিশ্রুতি না রাখার প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি দেশ জুড়ে এসকেএম-এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালিত হয়। উপরের ছবিতে কলকাতার এসপ্লানেডের সভায় বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস নেতা কমরেড গোপাল বিশ্বাস। নীচে কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ, মিছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষাকর্মীদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

২৫ জানুয়ারি স্নাতকোত্তরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। স্কলারশিপ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ফর্ম পূরণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কাজের জন্য এ দিন তারা ক্যাম্পাসে এসে দেখেন গেট বন্ধ। ফলে গেটে দীর্ঘক্ষণ ছাত্রদের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষাকর্মীরাও অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ক্যাম্পাসের প্রহরীরা ২ ফেব্রুয়ারির পর ছাত্রছাত্রীদের আসার জন্য বলেন। এদিকে ৩১ জানুয়ারি বিভিন্ন স্কলারশিপের ফর্মপূরণের শেষ তারিখ। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এআইডিএসও কলকাতা জেলা সম্পাদক আবু সাঈদ ও সভাপতি সুমন দাস অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ধ্বংস করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নানা পদক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিম্নগামী হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন-এর সম্পাদক শুভেন্দু মুখার্জী বলেন, বিনা নোটিসে যেভাবে শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য কালিমালিপ্ত হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারিকরণ ঘটাতেই কর্তৃপক্ষ এমন নজিরবিহীন কাজ করেছেন। কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীরা যৌথ বিক্ষোভ মিছিল করেন।

কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা বিজেপির

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব ২১ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, কয়েক দিন আগে শিলাবৃষ্টি এবং বৃষ্টির কারণে গুনা জেলার আরোন তহসিলে ফসল নষ্টের ক্ষতিপূরণের দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে সংগঠনের ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র সিং নায়ক এবং সেক্রেটারি নীলেশ বৈরাগীর বিরুদ্ধে প্রশাসন এফআইআর দায়ের করে যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক পদক্ষেপ।

অতিবৃষ্টিতে কৃষকদের গত খরিফ ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এর জন্য কৃষকরা কোনও ক্ষতিপূরণ ও গত দুই বছর ধরে বিমা পাননি। এবার ঋণ নিয়ে ও বহুমূল্য সার কিনে কৃষকরা রবি ফসলের ব্যবস্থাও করলেও তা শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকরা প্রয়োজনীয় কোভিড গাইড লাইন মেনে প্রশাসনকে তাদের সমস্যার কথা জানাতে যান। সমস্যা সমাধানে সামান্য সহানুভূতি না দেখিয়ে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে।

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন প্রশাসনের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এছাড়াও কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের জন্য অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ এবং বিমা দাবি করে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ২২ জানুয়ারি রাজ্য-স্তরে অনলাইনে প্রতিবাদ জানানো হয়। কৃষকদের অযথা হয়রানি করা হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

স্কুল খোলার দাবিতে মহিলাদের আন্দোলন

একের পাতার পর

বিক্ষোভে যোগদিতেআসাবিনপুরেরকাঁকোর বাসিন্দা সন্ধ্যা দাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমার একমাত্র ছেলে মোবাইলে পড়াশুনার বদলে শুধুমাত্র পাবজি গেম খেলছে। আজ সকালে টাকা চেয়েছিল মোবাইল রিচার্জ করে দেওয়ার জন্য। টাকা নেই বলতে বাক্স ভেঙে খারাপ কথা বলে ৩০০ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আমার মতো অনেক মায়ের একই অবস্থা।’ এ দিন কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থানের পর মহিলারা মিছিল করে জেলাশাসকদপ্তরে যান। সেখানে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী মাইতি ও সভানেত্রী বাতশোভা বেগম বক্তব্য রাখেন। মা-শিশুদের অবস্থান-বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি হয় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, কোলাঘাট, ময়না, কাঁথি, এগরাতে। কলকাতার কলেজ স্কোয়ার ও বেহালায় বিক্ষোভ অবস্থান হয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। এই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বর্ধমান শহরে মহিলা ও শিশুদের বিক্ষোভ অবস্থান

শুধু কর্তাদেরই নয়, সেবক বিজেপিরও সম্পদবৃদ্ধি ঘটেছে

দুয়ের পাতার পর

গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে, নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের ঘুষ দিয়ে, কিনে নিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করে মুনাফা বাড়িয়ে তোলা। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির বিপুল ধনবৃদ্ধির পিছনে এই দুর্নীতি প্রবল ভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের সাথে এমন অসৎ যোগসাজশের মধ্যে দিয়ে ধনবৃদ্ধির এই পদ্ধতিকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একাংশ বলেন ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা স্যাঙাৎতন্ত্র। তাঁরা দেখাতে চান, এটা আসল পুঁজিবাদ নয়, পুঁজিবাদের বিকৃতি। বাস্তবে এটা এসেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম মেনেই, তার ফল হিসাবে। ফলে স্যাঙাৎতন্ত্র পুঁজিবাদের থেকে আলাদা তো নয়ই, বরং তার চূড়ান্ত অবক্ষয়িত রূপ। পুঁজিবাদের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে দেশে দেশে পুঁজিবাদের এটাই এখন সাধারণ চরিত্র। একদা আম্বানিদের উত্থান, সম্প্রতি আদানিদের উত্থান এই স্যাঙাৎতন্ত্রেরই ফল। এই যোগসাজশের কারণেই পুঁজিপতিরা অবাধে সরকারের সম্পত্তি, যা আসলে জনগণের সম্পত্তি, সেগুলি অবাধে লুঠ করে যায়, সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা হয় চোখ বুজে থাকে, না হলে সরাসরি সেই কাজে সহায়তা করে। তাই আজ জনগণের সমস্ত সম্পত্তি— কল-কারখানা, রেল তেল গ্যাস খনি বন্দর বিদ্যুৎ স্কুল কলেজ হাসপাতাল সবই পুঁজিপতিদের মুঠোয়। স্যাঙাৎদের বদান্যতাতেই আম্বানিরা সমুদ্রের তলায় ওএনজিসির একের পর এক তেল ব্লক থেকে তেল চুরি করে সেগুলি ফাঁকা করে দেয়। চুরির তদন্তে তারা দোষী সাব্যস্ত হলে, আবার নতুন তদন্ত করে তাদের ক্লিনচিট দিয়ে দেওয়া হয়। আদানিরা কয়লা আমদানির মিথ্যা তথ্য দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যায়ের এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে। ২৫ জানুয়ারি প্রকাশিত বিশ্ব দুর্নীতি সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ৮৫।

পুঁজিবাদের সেবকরা দুর্নীতিগ্রস্ত হবেই

আজ যে সরকারি শিল্প, সংস্থা, সম্পত্তি সব কিছুর বেশির ভাগই যে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির কুক্ষিগত হচ্ছে তার পিছনেও কাজ করছে নেতা-মন্ত্রীদের সাথে পুঁজিপতিদের গোপন বোঝাপড়া-লেনদেন। এরই ফলে রেল থেকে প্রতিরক্ষা, বন্দর থেকে বিদ্যুৎ সবই পাচ্ছে মূলত আম্বানি-আদানি এবং কয়েক জন পুঁজিপতি। এই পুঁজিপতিরাই আজ নানা বিষয়ে সরকারের নীতি ঠিক করে দিচ্ছে। এমনকি তাদের পছন্দমতো লোককে নির্দিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে তারাই ঠিক করে দিচ্ছে। টু-জি কেলেঙ্কারির সময় তদন্তে উঠে এসেছিল কী ভাবে টাটারা সেই সময়কার টেলিকম মন্ত্রীর নাম ঠিক করে দিয়েছিল। ঠিক তেমনই আম্বানিরা ঠিক করে দেয় তেলমন্ত্রীর নাম। এরই ফলে, সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল দিনে দিনে ধুঁকতে থাকে আর জিও-র ব্যবস্থা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে চলে গেলেও দেশের মানুষকে বেশি দামে কিনতে হয়। এরই ফলে একদিন যে রাজনীতিবিদরা, নেতারা সাধারণ মানুষের থেকে উঠে আসতেন, সাধারণ জীবনযাপন করতেন, আজ তাদের অধিকাংশই কোটি কোটি টাকার মালিক, লোকসভায়, রাজ্যসভায়, বিধানসভাগুলিতে ৯৯ শতাংশ সদস্যই কোটিপতি, বহু-কোটিপতি। অধিকাংশই রাজনীতির বাইরে বিরাট বিরাট কারবারের মালিক। শিল্পপতি, পুঁজিপতিরা অন্যায় সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে এদের ঘুষ দেয়, অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেয়, প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব এমএলএ-এমপিরা যে আইন তৈরি করেন তা জনস্বার্থকে

সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের সাথে এমন অসৎ যোগসাজশের মধ্যে দিয়ে ধনবৃদ্ধির এই পদ্ধতিকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একাংশ বলেন ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা স্যাঙাৎতন্ত্র। তাঁরা দেখাতে চান, এটা আসল পুঁজিবাদ নয়, পুঁজিবাদের বিকৃতি। বাস্তবে এটা এসেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম মেনেই, তার ফল হিসাবে।

প্রতিফলিত করে না, পুঁজিপতিদের স্বার্থকেই রক্ষা করে। এই সব পুঁজিপতিরা তাদের অনুগত পার্টিগুলিকে যেমন নিজেদের মালিকানাধীন প্রচারমাধ্যমে প্রচার দেয়, তেমনই বিপুল পরিমাণ ফান্ড জোগায়। সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম-এর পেশ করা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মাত্র পাঁচ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটির মালিক হয়েছে বিজেপি। ২০১৯-২০ সালের হিসেব অনুযায়ী বিজেপির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪ হাজার ৮৪৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। বাকি পঞ্চাশটি সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক দলের মিলিত সম্পদের যেয়েও যা বেশি। এই টাকার উৎস কী? এই টাকা তো জনগণ দেয়নি। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) যেভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গণআন্দোলনের খরচ সংগ্রহ করে, এই টাকা তো সেইভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। এই টাকার সিংহভাগই এসেছে অন্যায় ভাবে সুবিধা পাওয়া এই সব পুঁজিপতিদের থেকে।

দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলির নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের এই যে যোগসাজশ, যে মিথোজীবিতা অর্থাৎ পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরের অবস্থান, এর বলি হচ্ছে জনগণ তথা শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের স্বার্থ। এই সব রাজনৈতিক দলগুলি মুখে জনস্বার্থের কথা বলে আর কাজে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখে। তাই পার্লামেন্টে কৃষি-আইন কোনও বিতর্ক ছাড়াই পাশ হয়ে যায়। কৃষি আইনের বিরোধিতায় কৃষকরা বছরভর খোলা আকাশের নীচে বসে থাকলেও নামকরা দলগুলি, তাদের নেতারা কেউ সেই প্রতিবাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। এই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতেই শ্রমিকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে পুরনো শ্রমআইন বাতিল করে নতুন আইন আনা হয়েছে। আইন সরলীকরণের নামে সেই আইনে শ্রমিকদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বহু সংগ্রামে অর্জিত আট ঘণ্টা কাজের অধিকারকে অতীতের বিষয় করে দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী কাজের অধিকার কেড়ে নিয়ে সব কাজকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে (ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট) করে দেওয়া হয়েছে। মালিক শ্রেণির এই সীমাহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাতে সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে-জন্য আইনে সংগঠিত হওয়ার, প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থার বদল অবশ্যম্ভাবী

এর থেকেই তো স্পষ্ট পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় আইন যা তৈরি হয় তা শোষিত মানুষের নয়, শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্যই। এবং সরকারগুলিও শুধুমাত্র শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে, শ্রমজীবী জনগণের নয়। এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পুঁজিবাদী এই উৎপাদন ব্যবস্থাটি, তার আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি সবকিছুই দেশের বেশির ভাগ মানুষকে শোষণ-লুণ্ঠনের জন্যই তৈরি হয়েছে। তাই শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থাটিকে না বদলে, শুধু কয়েকজন মন্ত্রীকে বদলে, একটি সরকারকে বদলে শোষণ-লুণ্ঠনের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। পাঁচ বছর অন্তর একবার ভোট দিয়ে মানুষের এই দুরবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। সচেতন সংগঠিত শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা প্রবল গণআন্দোলনের আঘাতে এই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে শ্রমিক-কৃষকের রাজ গড়ে তুলেই একমাত্র শোষণের অবসান ঘটানো সম্ভব। শোষিত মানুষের মুক্তির এই রাস্তাটি দেখিয়ে গিয়েছেন মহান কার্ল মার্কস। তিনি দেখিয়েছেন, আজ শোষিত শ্রেণি তথা শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ সমাজের প্রায় সমস্ত মানুষের স্বার্থের সাথে একাকার হয়ে গেছে। পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সাথে উৎপাদনের মালিকানা ব্যক্তিগত হওয়ায় উভয়ের বিরোধ আজ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের, বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা।

কৃষক সম্মেলন

ফুলকপি চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ফসলের ন্যায্য দাম, এমএসপি আইনসঙ্গত করা, মিথ্যা কেস প্রত্যাহার করা প্রভৃতি দাবিতে ২৪ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণায় বাদুড়িয়া ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এআইকেকেএমএস বাদুড়িয়া ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র দীর্ঘদিনের কর্মী কমরেড প্রাণগোপাল গোস্বামী ১ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

বিগত শতকের ৬০-এর দশকে কসবা এলাকায় পার্টির কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। পরবর্তীকালে দলের নির্দেশে গত ২০ বছর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের অফিসকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পিইডিবি-র কাজের মধ্যে অফিস পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং তাদের ঘনিষ্ঠ এক প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেও এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর এই নির্দিষ্ট দায়িত্বের অবসরে তিনি নিয়মিত গণদাবী এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা বিক্রি করতেন। যখন যেখানে তাঁকে পাঠানো হত সেখানে তিনি মর্যাদাময় ছাপ ফেলে আসতে পারতেন। এমনকি রাজভবনে চিঠি দিতে গিয়েও কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠনের বই দিয়ে এসেছিলেন।

নিজের পাড়াতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর ছিল সহজ ও নিবিড় সম্পর্ক। তাঁদের ভরসায় অসুস্থ স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে পি ই ডি বি-র অফিসে আসতে পারতেন। এই মেলামেশার সুবাদে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এলাকার লোকজন তাঁকে একবার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পরিবারের অনটন সত্ত্বেও নিজে চাকরি পেয়েও অন্যের স্বার্থে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের বা পরিবারের কারও জন্য কখনও উমেদারি করেননি। তিনি আজীবন দলের শিক্ষানুযায়ী সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করে গেছেন।

কমরেড প্রাণগোপাল গোস্বামী লাল সেলাম

হাওড়ায় ডেপুটেশন

হাওড়ার লিলুয়ায় সত্যবালা আই ডি হাসপাতালে অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। এই হাসপাতালে এক শ্রেণির কর্মচারী রাতে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার বদলে ওয়ার্ডে মদ-মাংস নিয়ে ফূর্তি করেন। কিছু সংখ্যক কর্মচারী নিজেরা ডিউটি না করে সামান্য টাকার বিনিময়ে অন্যদের দিয়ে করান। ১৮ জানুয়ারি হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দিয়ে মঞ্চ দাবি জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে হবে, যে কর্মচারীরা ডিউটি ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বরখাস্ত করতে হবে, হাসপাতালে সুস্থ পরিষেবা রক্ষা করতে হবে, রোগীদের যথাযথ পরিষেবা দিতে হবে।

কমরেড পরিমল সেনের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য ও দলের হুগলি জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন ২৬ জানুয়ারি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬১ সালে তৎকালীন ছাত্রনেতা, দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ শ্রীরামপুর কলেজে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যাতায়াত শুরু করেন। সেই সময় এই কলেজে দলের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত অধ্যাপনা করতেন। তিনি ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী নির্বিশেষে সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। দলের বর্তমান রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, যিনি তখন কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের ছাত্র ছিলেন, তাঁর সাথে সম্পর্ককে ভিত্তি করে তদানীন্তন ছাত্রনেতা কমরেড প্রভাস ঘোষের সাথে কমরেড পরিমল সেনের পরিচয় হয়। খুব দ্রুত শ্রীরামপুর কলেজে ডি এস ও ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এই সময় ধীরে ধীরে তিনি দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাঁর পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। ওড়িশার সম্বলপুরে তিনি চাকরি সূত্রে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজ উদ্যোগে দলের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড ধূর্জটি দাস সহ দলের নেতা-কর্মীদের তাঁর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল।

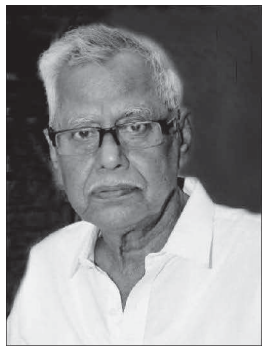

চাকরি সূত্রে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানে নিজের উদ্যোগে দলের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। ওড়িশা থেকে ৮০-র দশকে হুগলি জেলায় ফিরে এসে তিনি সংগঠনের কাজ নিয়মিতভাবে করতে থাকেন। দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে তিনি শ্রীরামপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের প্রথম হুগলি জেলা সম্মেলনে তিনি জেলা কমিটির সদস্য হন। সরকারি চাকরির বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তিনি হুগলি জেলায় শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। শ্রীরামপুর রিষড়ায় হেস্টিংস জুট, হিন্দুস্তান গ্লাস, বি এম কেমিক্যাল, ইন্ডিয়া জুট প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি হুগলি জেলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতায় উন্নীত হন। দীর্ঘ বছর তিনি এ আই ইউ টি ইউ সি-র হুগলি জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং ২০১৩ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। হুগলি জেলায় কমরেড প্রশান্ত ঘটক, কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও কমরেড পরিমল সেন— তিন জনের কমরেডসুলভ বন্ধুত্ব জেলায় সংগঠন গড়ে ওঠার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রবল শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও মৃত্যুর দু'মাস আগে পর্যন্ত দীর্ঘ বছর যাবৎ তিনি দলের হুগলি জেলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্টির ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে রূপায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পরিবারের মধ্যে থেকেও পার্টির কাজই তাঁর কাছে প্রধান ছিল। জেলার সমস্ত কর্মীদের তিনি সন্তানের মতো ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল ও শ্রমিক আন্দোলন একজন যোগ্য নেতাকে হারাল।

মৃত্যুর পর হাসপাতালে তাঁর মরদেহে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। মালা দেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্তের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালের পক্ষে ডাঃ কিসান প্রধান, হাসপাতালের কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, দলের হুগলি জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য, কমরেড পরিমল সেনের ভাই মৃণাল সেন ও পুত্র বুধাদিত্য সেন। তাঁর মরদেহ হুগলি জেলা অফিসে আনা হয়। সেখানে পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু ও অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেতাদের পক্ষে মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল তরুণ কর্মীরা কমরেড পরিমল সেন লাল সেলাম ধ্বনি দিয়ে চারিদিক মুখরিত করে তোলেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিকের পর চোখের জলে কর্মীরা কমরেড পরিমল সেনকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড পরিমল সেন লাল সেলাম

সরকারি হাসপাতালে কর্পোরেট ধাঁচে ধনীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক ডাক্তার তরুণ মণ্ডল ২৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারি অর্থের অনটনের অজুহাতে ওষুধ ছাঁটাই করে কার্যত অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে সেখানে পিজি হাসপাতালের মধ্যে কর্পোরেট হাসপাতালের ধাঁচে প্রাইভেট কেবিন হাসপাতাল তৈরির জন্য ৪৫ কোটি টাকার প্রাথমিক বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর এক 'তুঘলকি বিলাসিতা'। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে জীবনদায়ী অত্যাবশ্যক ওষুধের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তার যোগান নিরবচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। যেখানে বেডের অভাবে হাসপাতালের পর হাসপাতাল ঘুরে জেলা থেকে আসা গরিব রোগী রাস্তাতেই মারা পড়ছেন, জেলা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলি রুগ্ন পরিষেবাহীন দর্শনধারী মাত্র তখন সরকারি হাসপাতালের বরাদ্দ কেটে ধনী উচ্চবিত্ত মানুষজনের মনোরঞ্জনে সরকারি ভাবে কর্পোরেট হাসপাতাল তৈরি ও পরিষেবা প্রদান পরিকল্পনা শুধু জনবিরোধী নয়, গরিব-সাধারণ-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের নিদর্শন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় গরিবদের যেমন-তেমন পরিষেবা দিয়ে অর্থবানদের উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করা নিন্দনীয় শুধু নয়, সাধারণ মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননাকর।

এমনিতেই করোনা অতিমারীতে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার নাভিশ্বাস উঠেছে, সেখানে সরকারি ডাক্তার-নার্সদের নিয়মিত কাজের উপরে আবার কর্পোরেট বিভাগে অতিরিক্ত কাজ চাপানো উভয় ক্ষেত্রের পরিষেবারই বিঘ্ন ঘটাবে। উপরন্তু কর্পোরেট ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা মিলবে বলে সেদিকে কাজ করার প্রবণতা বাড়বে, সাধারণ বিভাগের রোগীর অবহেলা হবে।

অথচ রাজ্যের কর্পোরেট হাসপাতালগুলির ইনডোরে ১০ শতাংশ এবং আউটডোরে ২৫ শতাংশ রাজ্যের রোগীর চিকিৎসা বিনা পয়সায় করার কথা থাকলেও তা মানা হয় না এবং তা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। থাকলে বহু গরিব মানুষ উন্নত চিকিৎসা পেতেন। এই নীতি বর্জন করে রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে সমস্ত জীবনদায়ী অত্যাবশ্যক ওষুধ-পত্র সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সরবরাহ করা এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্য পরিষেবার অভাব অবিলম্বে পূরণ করা।

পাড়ায় শিক্ষা নয়, প্রথম শ্রেণি থেকেই খুলুক স্কুল দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সারা রাজ্যের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষের লাগাতার আন্দোলনের চাপে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অষ্টম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাথমিক স্তর থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তথাকথিত পাড়ায় পাঠশালার প্রহসনই তিনি বহাল রাখলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই বয়সের শিশুদের জন্য স্কুল খুলে দেওয়ার পরামর্শই দিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় এই শিশুদের শিক্ষা, স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ও তার সমস্যার কথা বিবেচনা করা হল না। আমরা দাবি করছি, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই স্কুলের দরজা অবিলম্বে খুলে দিতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে যতদূর সম্ভব তা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এআইডিএসও-এআইএমএসএসের অভিনন্দন ঃ এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এবং এআইএমএসএসের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত আন্দোলনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি অর্জিত হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, পাড়ার শিক্ষালয় নয়, প্রথম শ্রেণি থেকেই স্কুল খোলার পরিকাঠামো তৈরি করুক সরকার। শিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়ভার সরকারকে গ্রহণ করার দাবি জানান তাঁরা।

ওষুধ ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ স্টেট জেনারেল ও মহকুমা হাসপাতালে ২৮৩টি ওষুধ বাতিলের বিরুদ্ধে ও চিকিৎসা পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে ২৫ জানুয়ারি জেলার তমলুক ও নন্দীগ্রাম সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয় সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন। সংগঠনের পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়কের নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধিদল পাঁচ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র সাঁতরা, জয়দেব ঘড়া প্রমুখ। কর্মসূচি পরিচালনা করেন ডাঃ সুজিত মাইতি। শেষে শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ মিছিল হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন স্থান পরিক্রমা করে। নন্দীগ্রামে স্মারকলিপি দেন দোলন মিশ্র, প্রলয় খাটুয়া প্রমুখ।

নদীয়া ঃ ওষুধ ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ছাড়া হাসপাতালে পর্যাপ্ত এক্স-রে প্লেট সরবরাহ করার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ সত্যজিৎ রায় বলেন, এমনিতেই সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নেই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, তার উপর ওষুধ তুলে দিলে হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলে আর কিছুই থাকবে না। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের কৃষ্ণনগর শাখার সম্পাদক বিমান কর্মকার প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বেকারির চেহারা কী ভয়ঙ্কর !

একের পাতার পর

৩৫ হাজার ৪০০ পদের জন্য আবেদন করেন ১ কোটি ২৭ লক্ষ প্রার্থী। অর্থাৎ প্রতিটি পদে আবেদনকারী ৩৩০ জনের বেশি। পরীক্ষার্থীরা ৫০০ টাকা ফি-ও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে টালবাহানা চলে। ২০২১-এর জুলাইতে রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেয়।

মুজফফরপুরে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ

৬ মাস পর ২৪ জানুয়ারি রেজাল্ট বের হলে তাতে বহু অনিয়ম দেখা যায়।

নিয়মানুসারে প্রতিটি পদের জন্য কুড়িজনকে ধরে ৭ লক্ষ ৮ হাজার প্রার্থীর মেধা তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু তালিকায় আছে তার অর্ধেক। অনিয়ম শুধু এখানেই নয়, নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট পদের যোগ্যতা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদি হওয়ার কথা থাকলেও রিক্রুটমেন্ট বোর্ড জানিয়ে দেয়, তারা দ্বিতীয় দফায় কম্পিউটার ভিত্তিক সাধারণ পরীক্ষা আবার নেবে। গ্রুপ ডি-র জন্যও বাড়তি একটি পরীক্ষা চাপিয়ে দিতে চায় রেল।

এই নোটিস দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-যুবরা। প্রথম দিন পাটনাতে বিক্ষোভে বিজেপি-জেডিইউ জোট সরকারের পুলিশ লাঠি চালিয়ে আন্দোলন ভাঙার ঘৃণ্য পথ নেয়। এতে ছাত্র-যুব শক্তির ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। পরদিন থেকে আন্দোলন মজফফরপুর, জাহানাবাদ, গয়া সহ বিহারের বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদেও বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভ ভাঙতে বিজেপি সরকারের পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে আনে।

এলাহাবাদে ছাত্রাবাসগুলিতে ঢুকে পুলিশ ফ্যাসিস্ট কায়দায় ছাত্রদের টেনে বার করে প্রবল মারধোর করে। এই বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ও এআই ডিওয়াইও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমরজিত কুমার বলেন, অবিলম্বে ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করে অত্যাচারের জন্য দায়ী পুলিশকর্তাদের শাস্তি দিতে হবে। এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানায় অবিলম্বে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

বিজেপি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদি বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলেন, রেলমন্ত্রীর সাথে তাঁর কথা হয়ে গেছে। রেলমন্ত্রক চাকরিপ্রার্থীদের সব দাবি মেনে নিয়ে দ্রুত নিয়োগ শুরু করে দেবে। কিন্তু এটা যে কত বড় ধোঁকা, তা ধরতে কারও অসুবিধা হয়নি। ফলে আন্দোলন থেকে সরে না গিয়ে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও সহ বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি ২৮ জানুয়ারি বিহার বনধের ডাক দেয়। সরকারের সমস্ত রক্তচক্ষু এবং বাধা উপেক্ষা করে বিহারের সাধারণ মানুষ এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করেন। ওইদিন পাটনা সহ সারা বিহারেই ছাত্র-যুবরা পথ অবরোধ, রেল রোকোতে সামিল হন। মিছিলে অংশ নেন শত শত মানুষ। চাকরিপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের সাথে মিলে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেন।

বেকারদের কার্যত প্রতারণা করে চাকরির বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। রেলে প্রায় চার লক্ষ পদ খালি হলেও এবং তার জন্য পরিষেবা বিঘ্নিত হলেও নিয়োগ হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ২৪ লক্ষ পদ খালি, অথচ রেল সহ কোনও ক্ষেত্রেই সরকার নিয়োগ করছে না। রেলের এই এনটিপিসি ক্যাটেগরির নিয়োগকেও এ কারণেই যতদিন সম্ভব ঝুলিয়ে রেখে বেশিরভাগ কাজই আউটসোর্সিং করে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। সে জন্যই নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে তারা টালবাহানা করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রেলকে ধাপে ধাপে বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। শূন্যপদ পূরণও করছে না তারা। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন বছরে দুই কোটি বেকারের চাকরির ব্যবস্থা করবেন তিনি। কিন্তু সাত বছরে ১৪ কোটি চাকরি দূরে থাক বিজেপি সরকারের আমলে বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের হাউসহোল্ড সার্ভে বলছে, এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের ৫৩ শতাংশের কোনও রোজগার নেই। উত্তরপ্রদেশে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের ২১ শতাংশ বেকার, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাধারীদের ৬৬ শতাংশ এবং ডিগ্রিধারীদের ৪৬ শতাংশ বেকার। যে কারণে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে গিয়ে বিজেপি নেতাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে ভোট জোগাড়ের চেষ্টা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না।

বিহার-উত্তরপ্রদেশের এই আন্দোলন নতুন করে দেখিয়ে দিল আজ কী ভয়াবহ বেকারত্বের পরিস্থিতি। আজ ছাত্র-যুবদের বুঝতে হবে বিজেপি সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির কারণে যতটুকু চাকরি আছে সেটাও থাকবে না। এর বিরুদ্ধেই শুধু নয়, আন্দোলন পরিচালিত হতে হবে কর্মনাশা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। ১৯৭০-এর দশকে বিহারে দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রাম ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। আজকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধিকিধিকি জ্বলছে।

সিঙ্গুরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না রাজ্য সরকার

এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩১ জানুয়ারি বিবৃতিতে বলেন,

এ কথা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ জানেন, টাটার কারখানা করার নামে উর্বর কৃষিজমি ধ্বংসের বিরোধিতা করে সিঙ্গুরের চাষিরা বহু নির্যাতন সহ্য করে ঐতিহাসিক লড়াই করেছেন। রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিকের মৃত্যুবরণের ইতিহাস বাংলার মানুষ ভুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জমিকে চাষের উপযোগী করে চাষিদের ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু, সরকারের পরিবর্তনের দশক পার হলেও সে জমি এখনও চাষের উপযোগী করা হয়নি, উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি। এখানে উল্লেখ করা দরকার, টাটা প্রকল্পের আগে উক্ত জমিতে ৩টি সরকারি গভীর নলকূপ এবং ৮টি সরকারি ও ১৯টি ব্যক্তিগত অগভীর নলকূপ ছিল। উপযুক্ত সেচের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে এখন সেই জমিতে মাছ চাষ করার জন্য মাটি খুঁড়ে ভেড়ি তৈরিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে সিঙ্গুরের চাষিদের আকাঙ্খাকে মর্যাদা দিয়ে উক্ত জমি চাষের উপযোগী করে প্রতিশ্রুতিমতো চাষিদের হাতে তুলে দিতে হবে।

বর্ধমান মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু সরকারি গাফিলতিতেই

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৩০ জানুয়ারি ভোরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান সন্ধ্যা মণ্ডল নামে এক করোনা রোগী। হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ যে কত দুর্বল এই মর্মান্তিক ঘটনা তা দেখিয়ে দিল। অবিলম্বে তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এ দিনই নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। মৃতার পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ

হাসপাতালে ২৮৩ রকমের ওষুধ বাতিলের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে এসইউসিআই(সি)। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন হাসপাতালে বিক্ষোভ-অবস্থান চলছে। ২৮ জানুয়ারি দলের জোড়াসাঁকো লোকাল কমিটির উদ্যোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৩ নম্বর গেটে বিক্ষোভ অবস্থান হয়। কর্মসূচিতে বহু রোগী-পরিবার সামিল হয়।

ওষুধ ছাঁটাই

এমনিতেই বিভিন্ন জেলা থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বাসে-ট্রেনে অসুস্থ মানুষ মেডিকেল কলেজে আসেন। তারপর টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইন, ডাক্তার দেখানোর লাইন, শেষে ওষুধ নেওয়ার লাইন। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ-পেটে খিদে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে একজন অসুস্থ রোগী বা তার পরিবারের লোক যখন দেখে বেশিরভাগ ওষুধই বাইরে থেকে চড়াদামে কিনতে হয়, তখন তাঁর মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে ভোটের পর ভোট দিয়ে একটার পর একটা সরকার গঠন হয়েছে, কিন্তু জনজীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলো এখনও পূরণ হয়নি। এস ইউ সি আই (সি) প্রতিবাদ করছে দেখে ক্ষুব্ধ মানুষরা অনেকেই এগিয়ে এসে ক্ষোভের কথা জানান, নিজে থেকেই ফোন নম্বর দিয়ে যান। আন্দোলন জোরদার করার পরামর্শ দেন। শুধু রোগীরাই নয়, মেডিকেল কলেজের অনেক চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং কর্মী এই কর্মসূচিতে সমর্থন জানান এবং আন্দোলন তহবিলে সাহায্য করেন।

আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক এই মেডিকেল কলেজেরই ছাত্র ডাঃ সৌম্যদীপ রায়, মেডিকেল ছাত্র অর্ণব তালুকদার ও ফজলুল হক যখন প্রচার লিফলেট বিলি করছিলেন তখন কাজী আব্দুলাহ নামে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘ভোটের সময় নেতাদের শুধু বড় বড় ভাষণ, একমাত্র দল এস ইউ সি আই (সি) যারা মানুষের দাবিতে আন্দোলন করে।’ তিনি দলের কর্মীদের আহ্বান করেন, ‘চলুন, সুপারের কাছে যাই, তাঁকে আমাদের অভাব-অভিযোগ জানাই। দরকার হলে ধর্নায় বসবো।’ তিনি লাইনে দাঁড়ানো অন্যদেরও ডাকেন। স্বেচ্ছাসেবকরা সবাইকে নিয়ে সুপারের কাছে যান। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। শেষে কমরেড বন্দিতা পাত্রের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধি দল সুপারের সাথে দেখা করেন। সুপার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও করোনা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে দায় এড়িয়ে যান। দলের জোড়াসাঁকো লোকাল সম্পাদক কমরেড রুমা পণ্ডা বলেন, রাজ্য সরকারকে এই জনবিরোধী নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করতে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com